৩১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের ভিড়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার (১৯৯৩–৯৪) সম্মান ১ম বর্ষে মোট ৩ হাজার ৭শ' ৩৭ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, এই পরিমাণ সীটে ভর্তি হবার আশায় ৫২ হাজার ৯৮টি ফরম ক্রয় করেছে শিক্ষার্থীরা।

যে পরিমাণ ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে, তার সব ক'টাই যে আবেদনপত্র হয়ে ফিরে আসবে, তা অবশ্যই নয়। কিন্তু ভর্তির জন্য দেয় আসন সংখ্যার বিপরীতে মোট ভর্তিচ্ছুর পরিমাণ দেখে এবারের ভর্তি পরীক্ষা যে কি পরিমাণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে এবং কত বিপুল ভর্তিচ্ছুকে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আশা ছেড়ে অন্য কোথাও ভর্তির জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে– এটা সহজেই বোঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার এই সম্ভাব্য চিত্রের সাথে সরাসরি মিল রয়েছে চাকরি প্রার্থনার এবং এই দুই চিত্র থেকেই উঠে আসে দেশের বিপুল পরিমাণ শিক্ষিত বেকারের সকরুণ উপস্থিতি।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর প্রতি বছরই সামান্য পরিমাণ সীটের জন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর এরকম মরণপণ প্রতিযোগিতা আমরা দেখতে পাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আকর্ষণ কমছে না। বাড়ছে। সেজন্য এ শিক্ষায়তনটিতে প্রতিযোগিতাও ক্রমবর্ধমান।

এ সমস্যার সহজ সমাধান হিসেবে অনেকেই বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগে আসনসংখ্যা বাড়াতে বলেন। কিন্তু আসনসংখ্যা বাড়ানো যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এবং এরজন্য যে সম্পর্কিত সকল সেক্টরেই সার্বিক সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে, এ কথাটি কেউ তেমন ভেবে দেখেন না।

কিন্তু সার্বিক সম্প্রসারণের ঘোরতর একটি বিপদ হলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ভারাক্রান্ত করা। যে পরিমাণ ছাত্র ইতোমধ্যেই রয়েছে, তাদেরকে পরিকল্পনামতো শিক্ষা দেয়াই রীতিমত হিমশিম খাওয়ার ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয় যে বিপুল সমস্যার মধ্যে ডুবে আছে, তার আশু সমাধানে হাত দিয়ে বিদ্যমান আসনসংখ্যার ছাত্রছাত্রীদের সময়মতো উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে বের করে আনাই কর্তব্য বলে আমরা বিবেচনা করি। এ পরিস্থিতিতে তৈরি সমাধান হিসেবে আসনসংখ্যা বাড়ানোর দাবি ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে যতই জনপ্রিয়তা পাক, এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার বিদ্যমান সাধারণ মানটাও আরও নেমে যায় কিনা, সে চিন্তা শিক্ষার্থীদের জন্যই জরুরী।

ক্রমবর্ধমান ভর্তি সমস্যা মোকাবেলার হাতিয়ার হিসেবে অনেকেই আবার দুই শিফ্‌ট্ চালুর অবিবেচক দাবি জানাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান সমস্যার সমুদ্রের ভেতর থেকে কি করে যে এমন দাবি ওঠে, চিন্তার বিষয়। একমাত্র হলে ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার কথাটাই যদি ধরা যায়, তাহলেই এ দাবির অযৌক্তিকতা বোঝা যাবে।

আগেই বলেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। কসমোপলিটান সিটি, ম্যাগাসিটি। ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণের প্রবণতাকে দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু এই আকর্ষণের অস্বাভাবিক বর্ধমান গতি নিয়েই আমাদের বক্তব্য। দেশে কি আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই?

হ্যাঁ, আছে। কিন্তু সেগুলো ছাত্রছাত্রীদের তুলনামূলক কম আকর্ষণ করে। সেগুলোতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পড়তে রাজি হয় আগ্রহের কারণে নয়, বাধ্য হয়ে। তার নানান কারণ রয়েছে। ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই "নানান" কারণ দূর করার পদক্ষেপ নিয়ে বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য যথেষ্ট আকর্ষণীয় করতে হবে। মোট কথা, বেচারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বাড়তি চাপ আর বাড়ানোর দরকার নেই। এই বর্ধমান চাপ পুনর্বণ্টন করাই এখন দায়িত্ব হয়ে পড়েছে।

এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে আরও নতুন নতুন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি আমাদের সমর্থন রইলো। দেশে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা যেমন জরুরী, তেমনি মফস্বলের ছেলেমেয়েরা যাতে নিকটস্থ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মোটামুটি আকর্ষণ মেটাতে পারে, তার ব্যবস্থা করা উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্যই আশু কর্তব্যকর্ম বলে মনে হচ্ছে।